আলমডাঙ্গায় গাঁজা ও নগদ টাকা সহ মাদক ব্যাবসায়ী আটক

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ কর্তৃক মাদক বিরোধী অভিযানে এক কেজি মাদকদ্রব্য গাঁজাসহ দুইজন মাদক ব্যাবসায়ী আটক হয়েছে। সেইসাথে মাদক বিক্রয়ের নগদ ২০,০০০/- টাকা, মাদক বহনের কাজে ব্যবহৃত ০১টি পাখি ভ্যান উদ্ধার করেছে।

গত ১লা ফেব্রুয়ারী রবিবার দিবাগত রাত ১টার সময় আলমডাঙ্গা চিৎলা ইউনিয়নের হাঁপানিয়া গ্রামের দক্ষিণ পাড়ায় এই অভিযান পরিচালিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলার সুযোগ্য পুলিশ সুপার জনাব মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম মহোদয়ের সার্বিক দিকনির্দেশনায় জেলা পুলিশের সকল ইউনিটে একযোগে মাদক ও চোরাচালান বিরোধী অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় আলমডাঙ্গা থানার এসআই(নিঃ) মোঃ ওবায়দুল্লাহ আল মামুন সহ হাপানিয়া পুলিশ ক্যাম্পর সংগীয় অফিসার ফোর্সস হাপানিয়া দক্ষিনপাড়া মোঃ হাসান আলীর বাড়ীর সামনে পাকা রাস্তার উপর হতে রুইতনপুর গ্রামের মতির স্ত্রী মোছাঃ হাসি খাতুন(২৭) ও মসলেম আলির ছেলে মোঃ এনামুল হক (৪০) কে গ্রেফতার করে।

তাদের কাছে ১কেজি মাদকদ্রব্য গাঁজা, মাদক বিক্রয়ের নগদ ২০,০০০/- টাকা, মাদক বহনের কাজে ব্যবহৃত ০১টি পাখি ভ্যান উদ্ধার করেন।

আলমডাঙ্গা থানা অফিসার ইনচার্জ বানী ইসরায়েল বলেন, গ্রেফতারকৃত আসামীদ্বয়ের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানার মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। মাদক নিয়ন্ত্রণে এই অভিযান অব্যাহত থাকবে।

আলমডাঙ্গায় খোরদেতে ধাতব

মূর্তি উদ্ধার

আলমডাঙ্গার ভাংবাড়ীয়া ইউনিয়নের খোরদ গ্রামে অভিযান চালিয়ে পিতলের কলসিতে রাখা স্বর্ণের সাদৃশ্য পাঁচটি (৫টি) ধাতব মূর্তি উদ্ধার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

গতকাল সোমবার বিকেলে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিজিবির একটি টহল দল খোরদ গ্রামের আবুল মোজামের বাড়ীতে অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানের সময় বাড়ির আঙিনায় মাটিতে পুঁতে রাখা অবস্থায় পিতলের তৈরি একটি কলসির ভেতরে লুকানো স্বর্ণের মতো দেখতে পাঁচটি ধাতব মূর্তি উদ্ধার করা হয়।

জানা গেছে, বাড়ীর মালিক আবুল মোজাম নতুন বাড়ী নির্মাণের জন্য শ্রমিকদের দিয়ে মাটি খননের কাজ করাচ্ছিলেন। এ সময় শ্রমিকরা মাটির নিচে পুঁতে রাখা ওই কলসির অস্তিত্ব টের পান। পরে বিষয়টি স্থানীয়দের মাধ্যমে প্রশাসনকে জানানো হলে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের সহায়তায় চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবি ঘটনাস্থলে অভিযান চালায়।

প্রাথমিকভাবে উদ্ধারকৃত মূর্তিগুলো স্বর্ণের তৈরি পুরাকীর্তি বলে ধারণা করা হলেও পরবর্তীতে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় জানা যায় যে মূর্তিগুলো স্বর্ণের নয়।

চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল নাজমুল হাসান নিশ্চিত করেন, উদ্ধার হওয়া পাঁচটি ধাতব মূর্তির মধ্যে আনুমানিক ৫৩ থেকে ৬০ শতাংশ তামার অস্তিত্ব রয়েছে।

তিনি আরও জানান, উদ্ধারকৃত মূর্তিগুলো বর্তমানে বিজিবির হেফাজতে রয়েছে এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে। বিষয়টি তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট থানাকে অবহিত করা হয়েছে।

ঘটনার পর খোরদ গ্রামসহ আশপাশের এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। উদ্ধারকৃত মূর্তিসংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য চুয়াডাঙ্গায় এক প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে জানানো হবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

এলাকাবাসী অনেকেই জানিয়েছেন এমন চকচকে উজ্জ্বল মূর্তি পিতলের হতে পারে না। অতীতকালে মানুষ স্বর্ণের জিনিস, টাকা মাটিতে পুঁতে রাখতো। বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের উচ্চপর্যায়ের তদন্ত হওয়া উচিত।

আলমডাঙ্গায় সমাপ্ত হলো তিনদিনব্যাপী কৃষিপ্রযুক্তি মেলা

আলমডাঙ্গায় শেষ হলো তিন দিনব্যাপী কৃষি প্রযুক্তি মেলা।

যশোর অঞ্চলের টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় আলমডাঙ্গায় আয়োজন করা হয়েছিল তিন দিনব্যাপী কৃষি প্রযুক্তি মেলা। গত শনিবার সকাল সাড়ে ১১টায় উপজেলা কৃষি অফিস চত্বরে আনুষ্ঠানিকভাবে মেলার উদ্বোধন করেন, জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামাল হোসেন। তিন দিনব্যাপী চলমান মেলা গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় সমাপ্তির পর্দা নামে।

গত ৩১ শে জানুয়ারি মেলা উপলক্ষ্যে উদ্বোধনের আগে উপজেলা কৃষি অফিস চত্বর থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের করা হয়। র্যালি শেষে মেলা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় উদ্বোধনী সভা।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার পান্না আক্তারের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামাল হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের অতিরিক্ত পরিচালক (উদ্যানে) কৃষিবিদ দেবাশীষ কুমার দাস। স্বাগত বক্তব্য রাখেন, উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মাসুদ হোসেন পলাশ।

কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা সাইফুল্লাহ মাহমুদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন, আলমডাঙ্গা উপজেলার সহকারি কমিশনার(ভূমি) এএসএম শাহনেয়াজ মেহেদীর, ওসি (তদন্ত) আজগার আলী, প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. এস এম মাহমুদুল হক, উপজেলা প্রকৌশলী তাওহীদ আহমেদ।

আলমডাঙ্গায় সব ধরনের ফসলের চাষাবাদ অত্যন্ত ভালোভাবে হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ তুলনামূলক কম হওয়ায় এ জেলা কৃষিপণ্য উৎপাদনে

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ও পদ্ধতিতে তরুণরা আগ্রহী হওয়ায় কৃষি খাতে ইতিবাচক পরিবর্তন আসছে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় টেকসই ও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার আরও বাড়াতে হবে। এ ধরনের মেলার মাধ্যমে কৃষকরা আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি, উন্নত জাতের ফসল, আধুনিক কৃষিযন্ত্র ও প্রযুক্তি সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবেন।

মেলায় উপজেলার বিভিন্ন এলাকার উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণে মোট ১৬টি স্টল বসানো হয়েছে। তরুণ কৃষি উদ্যোক্তারা আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর কৃষি উদ্ভাবন ও চাষাবাদ কৌশল প্রদর্শন করেছেন।

মেলায় পারিবারিক সবজি ও পুষ্টি বাগান, নিরাপদ ঔষধি ফসল, মাশরুম উৎপাদন, ফুল প্রদর্শনী, উচ্চমূল্যের ফল ও মশলা চাষ, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি, শস্যচিত্রসহ বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক স্টল স্থান পেয়েছিল।

উদ্বোধনের দিন থেকে মেলায় উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা গেছে। উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, আলমডাঙ্গার আয়োজনে অনুষ্ঠিত এ মেলায় সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।মেলায় স্হানীয় কৃষক, তরুণ কৃষি উদ্যোক্তা, সামাজিক, রাজনৈতিক গন্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ সহ শিশুদের উপস্থিত লক্ষ করা গেছে।

শিশুরা অভিভাবকদের সাথে এসে কৃষি প্রযুক্তির বিভিন্ন আবিষ্কার, চাষাবাদ এর পদ্ধতি ও মেলায় প্রদর্শিত বৃহৎ আকারে বিভিন্ন ফল সবজি দেখে বিস্ময় প্রকাশ করে।

এ ধরনের আয়োজন সকলের মাঝে কৃষির প্রতি ভালবাসা তৈরি হবে বলে মনে করেন আয়োজকরা।

আলমডাঙ্গা উদ্ভাস সাহিত্য

পরিষদের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে সাহিত্য সন্মাননা প্রদান

আলমডাঙ্গা উদ্ভাস সাহিত্য পরিষদের ২২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্টিত হয়েছে।

গতকাল সন্ধ্যা সাড়ে ৬ টার সময় উদ্ভাস সাহিত্য পরিষদের সভাপতির অফিস কক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন, সভাপতি কহন কুদ্দুস। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, আলমডাঙ্গার কৃতি সন্তান গবেষক ড,খন্দকার মুশফিকুর রহমান।

তিনি বলেন, উদ্ভাস সাহিত্য পরিষদের কাছে আমি ঋনি, প্রতিষ্ঠা কাল থেকে আমি জড়িত ছিলাম, আলমডাঙ্গা সাহিত্যাঙ্গনের পরিচিত নাম। আজ এই প্রতিষ্ঠানের ২২ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। দীর্ঘ চলার পথ পরিক্রমায় আজ সংগঠনটি সকলের প্রিয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। আজ আমার সহধর্মিণী মাফরুহা আলমকে সাহিত্য সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে। আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

মাফরুহার জন্ম উত্তরের জনপদ রংপুরে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর, লেখালেখির চর্চা স্কুল জীবন থেকেই। স্কুল জীবনের প্রথম লেখা ছাপা হয় দেয়াল পত্রিকায়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থায় দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। দীর্ঘ এ কর্মজীবনে তিনি লিখেছেন আমার ব্যবস্যা, উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও ব্যবস্যা ব্যবস্থপনা, নেতৃত্ব ও সাংগঠনিক উন্নয়ন, মৌলিক ব্যবস্যা ব্যবস্থাপনা, হিসাব ব্যবস্থাপনা, কর্ম পরিবেশের শৃঙ্খলা ও বন্ধুত্বপূর্ণ কর্ম পরিবেশ তৈরি, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, বসত বাড়িতে সবজি চাষ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তিকরণ সচেতনতা বৃদ্ধি, সিটিজেন চার্টার, শিশু অধিকার ও শিশুশ্রম, বাল্যবিবাহ ও যৌতুক, নির্যাতন ও আইন সহায়তা, সুরক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, আর্থিক শিক্ষার গুরুত্ব, কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্যসেবা।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, আলমডাঙ্গা সাহিত পরিষদের সাধারণ সম্পাদক খন্দকার হামিদুল ইসলাম আজম, আলমডাঙ্গা হারদী মীর শামসুদ্দীন আহমেদ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক বিশিষ্ট সাহিত্যক কবি আনোয়ার রশিদ সাগর, কবি ও লেখক ইমদাদুল হক, লেখক ও গবেষক ড. হেলাল উদ্দিন, আলাউদ্দিন আহমেদ

পাঠাগারের পরিচালক কবি গোলাম রহমান চৌধুরি, প্রভাষক ও সাংবাদিক খায়রুল ইসলাম, সিনিয়র শিক্ষক কবি ও ছড়াকার মানোয়ার হোসেন, ব্যাংকার কবি মোস্তাফিজুর রহমান ফারায়েজি, কবি সিদ্দিকুর রহমান, প্রধান শিক্ষক হারুন অর রশীদ, কবি কাজল আহমেদ প্রমুখ।

সভায় আলমডাঙ্গা কলেজপাড়ার খন্দকার বাড়ির বৌ বিশিষ্ট লেখক, কবি ও গবেষক মাফরুহা আলমকে সাহিত্য সম্মাননা ক্রেষ্ট প্রদান করা হয়।

আলমডাঙ্গায় মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে নির্বাচনী মতবিনিময় সভায় শরিফ

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার হাটবোয়ালিয়ায় মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রবিবার সকাল ১০টার সময় হাটবোয়ালিয়া বাজারে অবস্থিত ১ নং ভাংবাড়ীয়া ইউনিয়ন মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ সমিতির কার্যালয়ে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় উপজেলা সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা আনিস উদ্দিনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক ও বিএনপি মনোনীত চুয়াডাঙ্গা–১ (আলমডাঙ্গা) আসনের ধানের শীষের প্রার্থী শরীফুজ্জামান শরীফ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন— বীর মুক্তিযোদ্ধা জেলা আহ্বায়ক ইউনিট কমান্ড আবেছ উদ্দিন, হাজী আব্দুল মাবুদ, সাবেক জেলা কমান্ড, চাঁদ আলী, সদস্য জেলা ইউনিট কমান্ড,

বীর মুক্তিযোদ্ধা আনিসুর রহমান (দামুড়হুদা উপজেলা), সাবেক ইউনিট কমান্ডার ইসমাইল হোসেন (বেল্টু), আঃ মালেক, আলতাফ হোসেন, যুগ্ম আহ্বায়ক, আলমডাঙ্গা উপজেলা কমান্ড, মতিউর রহমান, আহ্বায়ক, আলমডাঙ্গা উপজেলা কমান্ড, মহিলা মুক্তিযোদ্ধা মোমেনা বেগম (হারদী)।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, মুক্তিযোদ্ধা সদস্য জিন্নাত আলী, গিয়াস উদ্দিন, আবুল হাসেম, রইস উদ্দিনসহ আরও অনেকে। সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রহমান ধুনা, সোয়োব উদ্দিন, খোসদেল আলম, মজনু, নাসির উদ্দিন, বাশির উদ্দিন, মারফোত আলী এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান রাসেল হুদা, হাসান আলী, চঞ্চলসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

শরীফুজ্জামান শরীফ বলেন, “বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান জাতি কখনো ভুলবে না। আপনাদের রক্ত ও ত্যাগের বিনিময়েই আজ আমরা স্বাধীন দেশে কথা বলতে পারছি। মুক্তিযোদ্ধারা এ দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান, তাঁদের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব আমাদের সকলের।”

তিনি আরও বলেন, “বিএনপি সবসময় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, গণতন্ত্র ও মানুষের ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সংগ্রাম করে এসেছে। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ধানের শীষে ভোট দিয়ে আমাকে জয়যুক্ত করলে আমি মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণ, এলাকার সার্বিক উন্নয়ন এবং আলমডাঙ্গাসহ চুয়াডাঙ্গা-১ আসনকে একটি শান্তিপূর্ণ ও উন্নয়নসমৃদ্ধ আসনে রূপান্তর করতে সর্বাত্মক চেষ্টা করবো।”

সংগীত জগতের নক্ষত্র আলমডাঙ্গার সুকুমার দাশ আর নেই

আলমডাঙ্গা বাদেমাজু গ্রামের সুকুমার দাশ আর নেই। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর। স্ত্রীসহ চার পুত্রের জনক সুকুমার দাশ সংগীত জগতের এক অতি পরিচিত মুখ ছিলেন। তাঁর দরাজ কণ্ঠের ভাবসংগীত আজও অমর হয়ে আছে।

হারমোনিয়াম ও ফ্লুট বাঁশির সুরে দুই বাংলার মেলবন্ধনে তাঁর ভূমিকা ছিল অপরিসীম। এই বৃহত্তর জনপদে ফ্লুট বাঁশির প্রকৃত সুর আর শোনা যাবে না।

সদা হাস্যোজ্জ্বল মানুষটি ভক্তির রসে আপামর আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার

কাছে ছিলেন মনের মতো মানুষ।

তিনি ১৯৬০ সালের ১৫ই কার্তিক আলমডাঙ্গা বাদেমাজু গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পেশায় তিনি গ্রামপুলিশ ছিলেন। কাজের ফাঁকে বিভিন্ন সংগীত অনুষ্ঠানে তাঁর অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। তাঁর হাতে গড়া অসংখ্য বাদ্যকার শিল্পী আজ জাতীয় পর্যায়ে সাফল্যের সঙ্গে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছেন।

গতকাল শুক্রবার ভারতের পালপাড়ায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ একাডেমির সহকারী পরিচালক সাইমুম জাকারিয়া, সৃজনী তানিয়া, আব্দুল লতিফ শাহ, বেতার শিল্পী রইচ উদ্দিন, বাংলাদেশের সনামধন্য বাউল শিল্পী সফি মণ্ডল, ডলি মণ্ডল, রত্না পারভিন, রজনী খাতুন, বাউল শাহাবুদ্দিন, আলমডাঙ্গার সিনিয়র সাংবাদিক শাহ আলম মন্টু, হামিদুল ইসলাম আজম, রহমান মুকুল, প্রশান্ত বিশ্বাস, ফিরোজ ইফতেখার, আতিক বিশ্বাস, তানভির সোহেল, আলমডাঙ্গা কলাকেন্দ্রের পরিচালক ইকবাল হোসেন, মুক্তিযোদ্ধা সাংস্কৃতিক সংসদের সভাপতি আশরাফুল হক, ওস্তাদ রেজাউল করিম, কমলকান্তি চক্রবর্তী, আশরাফুল আলম মন্টু, সুশীল কর্মকার, বংশীবাদক মনোয়ার হোসেন খোকন, স্বপন বৈরাগী, সানোয়ার দেওয়ান, কবি গোলাম রহমান চৌধুরীসহ অনেকে।

আলমডাঙ্গায় তিন দিনব্যাপী কৃষি প্রযুক্তি মেলা উদ্বোধন

আলমডাঙ্গায় তিন দিনব্যাপী কৃষি প্রযুক্তি মেলা-২০২৬ উদ্বোধন করা হয়েছে। আগামী ২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এ মেলা চলবে। মেলায় উপজেলার বিভিন্ন এলাকার কৃষি উদ্যোক্তা ও তরুণ কৃষি উদ্ভাবকরা তাঁদের নিজ নিজ স্টল প্রদর্শন করছেন।

শনিবার সকাল ১১টায় উপজেলা কৃষি অফিস চত্বরে মেলার উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামাল হোসেন। এর আগে মেলা উপলক্ষে

উপজেলা কৃষি অফিস চত্বর থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়। পরে মেলা চত্বরে উদ্বোধনী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার পান্না আক্তারের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামাল হোসেন। প্রধান বক্তা ছিলেন পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন যশোর অঞ্চলের টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের অতিরিক্ত পরিচালক দেবাশীষ কুমার দাস। স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মাসুদ হোসেন পলাশ।

কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা সাইফুল্লাহ মাহমুদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ওসি (তদন্ত) আজগার আলী, প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. এস এম মাহমুদুল হক, উপজেলা প্রকৌশলী তাওহীদ আহমেদ, কৃষি উদ্যোক্তা হাফিজুর রহমান স্বপনসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। অনুষ্ঠানে কৃষি বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও তরুণ কৃষি উদ্যোক্তারা উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক মো. কামাল হোসেন বলেন, আলমডাঙ্গায় সব ধরনের ফসলের চাষাবাদ অত্যন্ত ভালো হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ তুলনামূলক কম হওয়ায় এ জেলা কৃষিপণ্য উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ও পদ্ধতিতে তরুণরা আগ্রহী হচ্ছে, যা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় টেকসই ও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা জরুরি। কৃষি প্রযুক্তি মেলার মাধ্যমে কৃষকরা আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি, উন্নত জাতের ফসল, আধুনিক কৃষিযন্ত্র ও প্রযুক্তি সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পাবেন।

উপজেলা কৃষি অফিসার মাসুদ হোসেন পলাশ জানান, যশোর অঞ্চলে টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় এ কৃষি প্রযুক্তি মেলার আয়োজন করা হয়েছে। মেলায় মোট ১৬টি স্টল বসানো হয়েছে। উপজেলার তরুণ কৃষি উদ্যোক্তারা আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর কৃষি উদ্ভাবন ও চাষাবাদ কৌশল প্রদর্শন করছেন।

মেলায় পারিবারিক সবজি, পুষ্টি বাগান, নিরাপদ ঔষধি ফসল, নিরাপদ মাশরুম উৎপাদন, ফুল প্রদর্শনী, নিরাপদ উচ্চমূল্যের ফল চাষসহ

বিভিন্ন কৃষি প্রযুক্তি ও শস্যচিত্র প্রদর্শনের স্টল স্থান পেয়েছে।

আলমডাঙ্গায় আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জোর প্রস্তুতি

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং একই দিনে অনুষ্ঠিতব্য দেশব্যাপী গণভোটকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলায় চলছে জোর প্রস্তুতি।

অবাধ, নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ নির্বাচন নিশ্চিত করতে দিন-রাত নিরলসভাবে কাজ করছে উপজেলা নির্বাচন অফিস। লেবেল প্লেয়িং ফিল্ড আশা করে সাধারণ মানুষ। বিগত দিনের অভিজ্ঞতা থেকে সাধারণ মানুষ চরম উৎকন্ঠা আর সন্দিহান থাকলেও প্রশাসনের উদ্যোগে জনগণের আস্থা অর্জন করায় নির্বাচন কমিশনের বড় চ্যালেঞ্জ বলে সুধীমহল মনে করে।

উপজেলা নির্বাচন অফিস সূত্রে জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গা-১ (আলমডাঙ্গা ও চুয়াডাঙ্গা সদর) আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ৫ লাখ ৭ হাজার ৪৮১ জন। এর মধ্যে আলমডাঙ্গা উপজেলার একটি পৌরসভা ও ১৫টি ইউনিয়নে মোট ভোটার ৩ লাখ ৭ হাজার ৫৬৫ জন। ভোটারদের মধ্যে পুরুষ ১ লাখ ৫৪ হাজার ১৮২ জন, নারী ১ লাখ ৫৩ হাজার ৩৭৭ জন এবং হিজড়া ভোটার রয়েছেন ৬ জন।
এই বিপুলসংখ্যক ভোটারের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে উপজেলায় ১১২টি ভোটকেন্দ্র এবং ৫৯৩টি ভোটকক্ষ চূড়ান্ত করা হয়েছে।

নির্বাচন অফিস জানিয়েছে, ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগসহ প্রয়োজনীয় দাপ্তরিক কাজের প্রায় ৮০ শতাংশ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার থেকে ১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চার দিনব্যাপী ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। প্রথম দিনেই আলমডাঙ্গা পাইলট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে প্রায় ৪৫০ জন এই প্রশিক্ষণে অংশ নেন।

আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাচন অফিসে প্রবেশ করলেই চোখে পড়ে একটি ব্যতিক্রমী বার্তা। অফিসের সিঁড়িতে বড় অক্ষরে লেখা- ‘এই অফিসে কোনো নগদ টাকার লেনদেন হয় না। আমি ও আমার অফিস দুর্নীতিমুক্ত।’ এই ঘোষণা নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কাজের স্বচ্ছতা নিয়ে সাধারণ মানুষের আস্থাকে আরও দৃঢ় করেছে।
নির্বাচনী প্রস্তুতির নেতৃত্ব দিচ্ছেন, উপজেলা নির্বাচন অফিসার সেখ মাসুম বিল্লাহ। সংশ্লিষ্টরা জানান, প্রিজাইডিং ও পোলিং কর্মকর্তা নিয়োগে তিনি মেধা, যোগ্যতা ও সততাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছেন। কোনো ধরনের রাজনৈতিক বা অনৈতিক চাপ উপেক্ষা করে তিনি বিধি অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছেন।

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি সম্পর্কে উপজেলা নির্বাচন অফিসার সেখ মাসুম বিল্লাহ বলেন, ‘সততার সঙ্গে দায়িত্ব পালনে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। অফিসে টানানো সতর্কবার্তাটি আমাদের মূলনীতির প্রতিফলন। ভোটাররা যেন নির্বিঘ্নে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে অংশ নিতে পারেন, সে লক্ষ্যেই আমরা অধিকাংশ প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছি।’
একই দিনে জাতীয় নির্বাচন ও গণভোট অনুষ্ঠিত হওয়ায় নিরাপত্তা ব্যবস্থাও জোরদার করা হয়েছে। প্রশাসনের এই প্রস্তুতি ও স্বচ্ছতা দেখে আলমডাঙ্গার সাধারণ মানুষের মধ্যে ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার আগ্রহ বাড়তে পারে। স্থানীয়দের প্রত্যাশা, সব প্রস্তুতির ফলে আলমডাঙ্গায় একটি শান্তিপূর্ণ ও আদর্শ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

দেশের অন্যতম বৃহত্তর দল আওয়ামী লীগ নির্বাচনে না থাকায় ভোটারদের উপস্থিতি করা, নতুন ভোটারদের উৎসাহিত করে আনন্দ মুখর পরিবেশ সৃষ্টি করে ভোট কেন্দ্রে নিয়ে আসা এবং জামায়াতে বিএনপি’র প্রতিদ্বন্দ্বিতা যাহাতে অহিংস নীতিতে প্রতিয়মান হয় তা অধির আগ্রহে দেখার অপেক্ষা আছে সাধারণ মানুষ।

আলমডাঙ্গায় বারি সরিষা-১৪ এর

মাঠ দিবস ও কারিগরি আলোচনা

আলমডাঙ্গা উপজেলায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) উদ্ভাবিত উন্নত জাত বারি সরিষা-১৪ এর মাঠ দিবস ও কারিগরি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেল চারটার দিকে আলমডাঙ্গা উপজেলার বাড়াদী ইউনিয়নের নতিডাঙ্গা গ্রামে এ মাঠ দিবসের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক, কৃষিবিদ মাসুদুর রহমান সরকার।

বিশেষ অতিথি ছিলেন, জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসার কৃষিবিদ মোঃ নূরুল ইসলাম, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মনিটরিং অফিসার কৃষিবিদ মোঃ হাসান আলী, বাড়াদী ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান মাসুদ পারভেজ, আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি মোঃ বশিরুল আলম, সিনিয়র সাংবাদিক রহমান মুকুল।

অনুষ্ঠানটি সভাপতিত্ব করেন, উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মাসুদ হোসেন পলাশ। উপস্থিত ছিলেন, কৃষাণ-কৃষানী, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা দ্বয় এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ।

প্রধান অতিথি বলেন, বারি সরিষা-১৪ একটি উচ্চ ফলনশীল ও স্বল্পমেয়াদি জাত। এই জাতটি রোগবালাই সহনশীল হওয়ায় কৃষকরা সহজেই চাষ করতে পারেন এবং তুলনামূলকভাবে কম খরচে বেশি লাভবান হতে পারেন। এছাড়া এর তেলের পরিমাণও বেশি, যা কৃষকদের জন্য অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক।

মাঠ দিবসে উপস্থিত কৃষকদের সরিষা চাষের আধুনিক পদ্ধতি, সঠিক সার ও বালাই ব্যবস্থাপনা, সময়মতো সেচ প্রদান এবং ফসল কর্তনের বিষয়ে বিস্তারিত কারিগরি পরামর্শ প্রদান করা হয়।

মাঠে প্রদর্শিত বারি সরিষা-১৪ এর ফলন দেখে কৃষকরা সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং আগ্রহের সঙ্গে প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করেন।

স্থানীয় কৃষকরা জানান, এই জাতের সরিষা চাষ করলে স্বল্প সময়ে ভালো ফলন পাওয়া যায় এবং ভবিষ্যতে মাঠ দিবসে উপস্থিত কৃষকদের সরিষা চাষের আধুনিক পদ্ধতি, সঠিক সার ও বালাই ব্যবস্থাপনা, সময়মতো সেচ প্রদান এবং ফসল কর্তনের বিষয়ে বিস্তারিত কারিগরি

পরামর্শ প্রদান করা হয়।

মাঠে প্রদর্শিত বারি সরিষা-১৪ এর ফলন দেখে কৃষকরা সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং আগ্রহের সঙ্গে প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করেন।

উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মাসুদ হোসেন পলাশ জানান, এই জাতের সরিষা চাষ করলে স্বল্প সময়ে ভালো ফলন পাওয়া যায় এবং ভবিষ্যতে বাণিজ্যিকভাবে বারি সরিষা-১৪ চাষে আগ্রহী হবেন। কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করতে ভবিষ্যতেও এ ধরনের মাঠ দিবসের আয়োজন করা হবে।

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের অভিযানে মাদকসহ গ্রেফতার ২

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের মাদক বিরোধী অভিযানে মাদকসহ ২ জন গ্রেফতার হয়েছে।

আলমডাঙ্গা দুর্লভপুর গ্রামের অভিযানে এসআই(নিঃ) মোঃ তোরগুল হাসান সোহাগ, সংগীয় অফিসার নিয়ে পলাতক আসামী শামসুল আলমের ছেলে মোঃ হুদা আলী(৩৮) বসত বাড়ীর রান্না ঘরের সানসেটের উপর হতে গতকাল দুপুরে ১০০ পিচ টাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করেন। সে সময় আসামী মোঃ হুদা আলী(৩৮) দৌড়ে পালিয়ে যায়।

অপরদিকে এসআই(নিঃ) মোঃ ওবায়দুল্লাহ আল মামুন সংগীয় অফিসার ফোর্সসহ ক্যাম্প এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে আলমডাঙ্গা থানাধীন রুইতনপুর বাজারস্থ সোনার বাংলা ইঞ্জিনিয়ারিং এ্যান্ড মেসিনারীজ এর দোকানের সামনে পাঁকা রাস্তার উপর হতে গতকাল ইউনোচ আলির ছেলে মোঃ শুকুর আলী(৩৫)’কে ৫০গ্রাম গাঁজা সহ গ্রেফতার করে।

এছাড়াও আলমডাঙ্গা উপজেলার ঘোলদাড়ি ক্যাম্পের এসআই(নিঃ) প্রদীপ বিশ্বাস, ঘোলদাড়ী পুলিশ ক্যাম্পের সংগীয় অফিসার ফোর্সসহ ক্যাম্প এলাকায় অভিযান পরিচালনা করিয়া আলমডাঙ্গা থানাধীন নাগদাহ ইউনিয়নের বলিয়ারপুর বাজারের পাবলিক টয়লেটের সামনে পাঁকা রাস্তার উপর হতে হাসিবুল ইসলামের ছেলে মোঃ আলমগীর হোসেন(৩৫) এর কাছে

থেকে গতকাল ৩০(ত্রিশ) পিচ টাপেন্টাডল ট্যাবলেট সহ গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃত আসামীদের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় মামলা রুজু করা হয়েছে।